20

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11 OCT 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভর্তি আর উপস্থিতি শেষ কথা নয়

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। যে সব এলাকায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, সে সব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতি বেড়েছে। ড্রপ-আউট রেট কমেছে। তবে পত্রান্তরের এক প্রতিবেদনে শিক্ষার মানের অবনতির আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আসা-যাওয়া হচ্ছে ঠিকই, লেখাপড়া সে তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে।

এই কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করার মত অবকাঠামোগত প্রস্তুতি কোন স্কুলেরই ছিল না। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ। হঠাৎ করে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে 'ভাল' স্কুলগুলোতেও স্থান ও আসবাবপত্র সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষক সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে।

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষকের অনুমোদিত পদ থাকলেও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে গড়ে তিনজনের বেশি শিক্ষক থাকে না। এদের মধ্যে একজনকে প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে থানা পর্যায় থেকে গম ছাড় করানো, রক্ষণাবেক্ষণ, বিতরণ ও হিসাবপত্র রাখতে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তার ওপর বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীকক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে গম রাখার কাজে।

সব মিলিয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর 'সফলতা'র অর্থ দাঁড়িয়েছে—বর্ধিতহারে ভর্তি ও উপস্থিতি এবং কিছু কিছু দরিদ্র পরিবারের হাতে গম পৌঁছে দেয়া। মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও কাজটি প্রাধান্য পাচ্ছে না, এমনকি অবহেলিত থাকছে বলা যেতে পারে। যে সব শিশু-কিশোরের কোনদিন বিদ্যালয়ে পদার্পণ করা অথবা নামমাত্র ভর্তি হওয়ার চেয়ে বেশি কিছু করার সম্ভাবনা ছিল না, তারা নিয়মিত স্কুলে যাওয়া-আসা করছে, এটা নিশ্চয়ই এই কর্মসূচীর একটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু শুধু গম পাওয়ার জন্য নাম লেখানো ও হাজিরা বইয়ে 'উপস্থিত' দেখানোর মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকলে সমগ্র কর্মসূচীটিই মাঠে মারা যাবে।

এই কর্মসূচীটি নতুন হলেও বয়স এক বছর পার হয়ে গিয়েছে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই কর্মসূচী আরো সম্প্রসারিত করা হবে। বাস্তবায়নের ঘাটতিগুলো দ্রুত পূরণ করা উচিত যদি না আমরা কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত হতে দিতে না চাই।